দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
020

স্কুলগুলোতে ক্লাস শুরু হয়েছে কিন্তু ছাত্রদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছেনি

॥ সাকির আহমদ ॥

গত ৮ জানুয়ারী থেকে দেশের সমস্ত স্কুলে নতুন শিক্ষা বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। কিন্তু ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছেনি। কবে নাগাদ বই পৌঁছানো সম্ভব হবে এ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানোর ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ থাকলেও পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির দায়িত্বহীনতার কারণেই বই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। ওদিকে বোর্ডেরই অন্য একটি সূত্র মতে, বোর্ডের প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্যেই সময়মত বই বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি। বই প্রকাশে বিলম্বের ব্যাপারে প্রকাশকদের সাথে বোর্ডের কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জড়িত বলে এ সূত্রটি জানিয়েছে। ৭-এর পৃঃ দেখুন।

ক্লাস শুরু পাঠ্যবই পৌছোন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের প্রায় ৯ লাখ ছাত্র-ছাত্রী নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সংশোধিত পাঠ্যবই পায়নি। সূত্র মতে, প্রকাশকদের সাথে যোগসাজশ করে এক শ্রেণীর বই বিক্রেতা গত বছরের অবিক্রীত বই বাজারে ছেড়ে ফায়দা লুটছেন। এসব পুরানো বইয়ের সিংহ ভাগই নতুন শিক্ষা বর্ষে সংশোধন করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর বোর্ড কর্তৃপক্ষ ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর সকল বিষয়ের সংশোধিত ও চালু বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রকাশক সমিতির কাছে হস্তান্তর করেন। সমিতির সাথে বোর্ড কর্তৃপক্ষের চুক্তি ছিল ১৯৮৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণ শেষ করে বাজারজাত করা। কিন্তু গত জানুয়ারীর ৬ তারিখে প্রকাশক সমিতি বোর্ড অফিসে ১ হাজার ১শ' ৮৩টি পরু জমা দিয়েছে।

ঐ চারটি শ্রেণীর জন্যে নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৭৫ লাখ পাঠ্যবইয়ের চাহিদা রয়েছে। যার মূল্য প্রায় ১১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এদিকে গত কয়েকদিন থেকে বাইণ্ডাররা ধর্মঘট শুরু করায় কবে বই বাইণ্ডিং হয়ে বাজারজাত হবে সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ৭৫ লাখ পাঠ্যবইয়ের জন্যে বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা পিছিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বোর্ড সূত্র মতে, ১৯৮৫ শিক্ষা বর্ষের শুরুতে এরকম ঘাপলা সৃষ্টি হয়েছিল। বড় বড় প্রকাশকরা পুরানো বই বাজারে বিক্রি করে মূলধন উঠানোর পরই নতুন বই সরবরাহ করে থাকে। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশক সমিতি ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বই ছাপানোর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তার ৫ দিন পরই বোর্ড থেকে পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করা হয়।

পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করার এক মাসের মধ্যে পরু বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও প্রকাশক সমিতি পরু জমা দেয়নি। সূত্র বলছে, ৪ নভেম্বর থেকে পরু জমা দেয়া শুরু হয়। অথচ, ডিসেম্বরের ভেতর ছাপাসহ বই বাঁধাইয়ের কাজ শেষ করার কথা। দেরিতে পরু জমা দেয়ার ব্যাপারে প্রকাশক সমিতির সাথে যোগাযোগ করলে তারা কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। তাদের মতে, দেরি হওয়ার পেছনে তারা একা অভিযুক্ত নয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষও জড়িত। কিভাবে বোর্ড জড়িত তা সমিতি ব্যাখ্যা করেনি।

বই ছাপানোর জন্যে বোর্ড গত বছরের ৭ জুলাই বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনকে বুক প্রিন্ট সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানায়। ৭৫ লাখ বইয়ের জন্যে প্রয়োজন ছিল ১ হাজার ৩শ' ৩৭ মেট্রিক টন বুক প্রিন্ট। বুক প্রিন্ট প্রকাশক সমিতি এক সঙ্গে না এনে ৫ দফায় এনেছে। জুলাইয়ে ৫৭, আগস্টে ১৩, অক্টাবরে ১৭, নভেম্বরে ৪শ' ৭১ এবং ডিসেম্বরে ৭শ' ৪২ মেট্রিক টন।

এদিকে বিসিআইসি'র একটি সূত্র মতে, কাগজ সরবরাহ নেয়ার ব্যাপারে প্রকাশক সমিতিকে বার বার তাগাদা দেয়ার পরও তারা একসঙ্গে নেয়নি। অন্যদিকে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল কর্তৃপক্ষীয় সূত্র জানিয়েছে, প্রকাশক সমিতি কাগজ নেয়ার ব্যাপারে সময়মত এল সি খোলেনি।

গত ৭ জানুয়ারী প্রকাশক সমিতি এই প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ লাখ ৬৪ হাজার অংক বই ছাপার কাজ শেষ। বোর্ড অফিস থেকে ইনার ফর্মা হাতে আসলেই বই বাজারজাত করা যাবে। বাংলাবাজারের একটি প্রেস উক্ত বই ছাপার কাজ করছে। গত ১০ জানুয়ারী প্রেস ম্যানেজার জানান, বোর্ড অফিস থেকে ১ জানুয়ারী ১৩ ফর্মা ছাপার অর্ডার দিয়েছে। ইতিমধ্যে ৪ ফর্মা ছাপার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৯ ফর্মার ছাপার কাজ চলছে। প্রকাশক সমিতি ও প্রেসের দু'ধরনের বক্তব্য সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের সাড়ে ১৪ ফর্মার মধ্যে ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত মাত্র ২ ফর্মা পরু বোর্ড অফিসে প্রকাশক সমিতি জমা দিয়েছে।

বোর্ড অফিসের অন্য একটি সূত্রমতে প্রকাশক সমিতি ও বোর্ড কর্তৃপক্ষে খামখেয়ালীর জন্যে নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে পাঠ্যবই ছাপার কা বোর্ডের অধীনে ছিল। কিন্তু শিক্ষ মন্ত্রণালয় এই দায়িত্ব প্রকাশক সমিতি উপর ছেড়ে দেন। এর ফ প্রকাশকরা নিজেদের সুবিধা ও চাহি অনুযায়ী বই ছাপিয়ে বাজারজাত ক থাকেন। বই প্রকাশের বিষয় তদারকি করার দায়িত্ব কাগজে-প বোর্ডের কাছে রয়েছে। কি কার্যক্ষেত্রে এর কোন তৎপরতা নে সূত্র বলছে, গত বছরের ১২ নভে প্রকাশক সমিতি ৭০৪ নম্বর স্মার বই ছাপানোর জন্যে কয়ে প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত ক জন্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অনু জানায়। কিন্তু বোর্ডের প্রকাশনা তদন্ত করে ৩৭ জন প্রকাশক তালিকাভুক্ত করেছে সমিতির সব প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত না ক কারণেই সমিতি বই ছাপা ব্যাপারে গড়িমসি করছে।

নির্ধারিত সময়ের পরও নতুন বছ সংশোধিত পাঠ্যবই বাজারে না আ ব্যাপারে প্রকাশক ও বোর্ড কর্তৃ একে অন্যের উপর দোষ চাপা চেষ্টা করছেন বলে জানা গে

এদিকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চ শ্রেণীর পাঠ্যবই বাজারজাত হয়নি।